আমার সিরাত পাঠ

[প্রথম ভাগ]

রেদওয়ান সামী

সহযোগী বই

আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লিল আতফাল

লেখক : আহমাদ নাজিব

স্বরবর্ণ
প্র কা শ ন

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

আমার সিরাত পাঠ (প্রথম ভাগ)

লেখক : রেদওয়ান সামী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২
সহযোগী বই : আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা লিল আতফাল

বানান সমন্বয় : মুনতাসির বিল্লাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান
প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ

প্রকাশক : স্বরবর্ণ প্রকাশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
E-mail : info.shoroborno@gmail.com
fb.com/shorobornopub
৩০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : মা মণি প্রিন্টার্স, ৭৯/ডি, কোমর গলি, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

ঘরে বসে বই পেতে
rokomari.com - wafilife.com - bookpointbd.com

মূল্য : ২১৫/-

Amar Sirat Path (1st Part)
By Redwan Samy
Published by : Shoroborno Prokashon
ISBN : 978-984-96788-4-7

অর্পণ

যার আদর্শ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে আমার লিখে চলা; সেই আদর্শ-পুরুষ, শ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে।

সিরাত পড়ি
জীবন গড়ি

সূচিপত্র

লেখকের কথা....০৭

প্রথম অধ্যায়

গল্প হলো শুরু....০৯
সবার সেরা তিনি....০৯
গল্পের শুরু শুরুর গল্প....১১
এ কেমন পৃথিবী....১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিস্ময়কর এক শিশু....২২
হাতি ও আবাবিল পাখির কাণ্ড....২২
অবাকশিশু....২৫
শিশুর জন্মের রাত....২৫
আহলান সাহলান....২৭
এ কী অবাক কাণ্ড....২৭

তৃতীয় অধ্যায়

শুভবিবাহ....৩৮
মরুপথে মুহাম্মাদ....৩৯
মুহাম্মাদ এখন শামে....৩৯
মক্কার পথে কাফেলা....৪০
এক অভিনব সমাধান....৪১
কালোপাথর রহস্য....৪৩
কথা চোর জিন....৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

দেখা হলো ফেরেশতার সঙ্গে....৫০
রহস্য....৫৩
এনে দেবো চাঁদ-সূর্য....৫৬

পঞ্চম অধ্যায়

আবুল অলিদের স্বীকৃতি..৬৪
কানের ভেতর তুলো..৬৮
আবু জাহেলের উচিতশিক্ষা..৭০
তিন রহস্যের সমাধান..৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

তিন নেতার গল্প..৭৮
তবু ওর শিক্ষা হয় না..৮০
নাজাশির দেশে..৮১
অবরোধ..৮৫

সপ্তম অধ্যায়

ভবিষ্যদ্‌বাণী..৯২
উটওয়ালা..৯৫
শোকের বছর..৯৮
পাহাড়ের ফেরেশতা..৯৮
ইসরা ও মিরাজ..১০০

অষ্টম অধ্যায়

আশ্চর্য এক ষাঁড়..১০৮
রক্তের সাগর..১০৯
শহিদদের চাষাবাদ..১০৯
পিতলের নখ..১১০
নবিদের নামাজ..১১০
কী বলেছিলেন..১১১
আনসারদের ইসলাম গ্রহণের গল্প..১১৩
আকাবার প্রথম বাইআত..১১৪
আকাবার দ্বিতীয় বাইআত..১১৫

লেখকের কথা

আমাদের জীবন কেমন হবে? একজন মুসলিম হিসেবে এমন প্রশ্নে আমাদের উত্তর হবে, 'আমার জীবন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব, শেষরাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো হবে।' হ্যাঁ, এটাই যদি হয় আমাদের একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য, কেবল তাহলেই আমরা দুনিয়া ও পরকালে সফল হব। আমাদের সন্তানরা যেন এই উত্তর বুকে ধারণ করে বড় হয়, সেই প্রত্যাশায় আমাদের এই প্রয়াস।

আমরা মুসলিমরা যে বিষয়ে বেশি অধ্যায়ন করি সেটা হলো বিশ্বনবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী। কেননা তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাঁর ৬৩ বছরের জীবনের বাঁকে বাঁকে এমন সব হিরে-জহরত, মণি-মুক্তা গচ্ছিত রয়েছে যা মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে দেয়।

জয়নুল আবেদিন আলি ইবনে হুসাইন রহ. বলেন, যেভাবে আমরা কোরআন শিখতাম সেভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগ্রামী জীবনও চর্চা করতাম।

কিন্তু চৌদ্দশ বছর পরে এসে এখনো আমরা এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারিনি যে, আমরা শেষনবির জীবনাচার থেকে শিক্ষা নেব এবং অন্যকেও শিক্ষা দেবো। যারা নবিজীবন থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে; যার আলোতে তাদের সন্তানাদি বেড়ে উঠবে। এবং এমন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠবে যারা আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

আমাদের কোমলমতি শিশুরা যেন ছোটবেলা থেকেই আল্লাহ-নবি-ইসলাম ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেড়ে ওঠে, ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রাক-প্রাইমারি থেকেই জানতে পারে—এমন একটি স্বপ্ন নিয়ে বইটির রচনা।

নবিজীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে ফুলের মতো সুন্দর, কোমল ও পবিত্র একটি প্রজন্ম গড়ে উঠুক; এই প্রত্যাশায়।

আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন!

—রেদওয়ান সামী
redwansamy96@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

গল্প হলো শুরু

সবার সেরা তিনি

গল্পের শুরু শুরুর গল্প

এ কেমন পৃথিবী

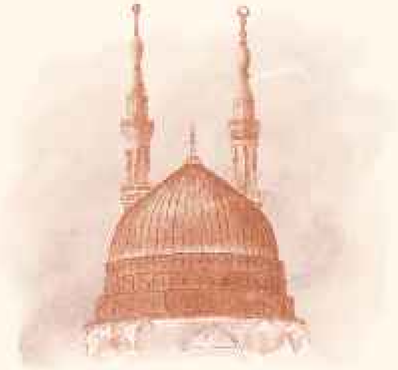

গল্প হলো শুরু

বন্ধুরা,

কেমন আছ তোমরা? নিশ্চয় ভালো আছ। তাহলে বলো, আলহামদুলিল্লাহ।

আজ তোমাদের গল্প শোনাব। অনেক অনেক দিন আগের গল্প। আজ থেকে চৌদ্দশ বছরেরও বেশি সময় আগের এই গল্প।

এই গল্প এতটাই অবাক করা যে, কখনো কখনো তোমরা হতবাক হয়ে যাবে। বিস্ময়ে তোমাদের মুখ হা হয়ে যাবে। তবে এই গল্প কিন্তু মোটেই মিথ্যা গল্প না, একদম সত্য গল্প। একজন মহান মানুষের গল্প। বলতে পারো কে সেই মহান মানুষটি? কী তাঁর নাম? হ্যাঁ, সেই মানুষটি আর কেউ নন। তিনি হলেন, আমাদের প্রিয়নবি **মুহাম্মাদ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সবার সেরা তিনি

নবিজি কিন্তু আমাদের মতোই একজন মানুষ। তিনি আমাদের মতোই জীবনযাপন করতেন। তবে তিনি ছিলেন সবার থেকে আলাদা। সকল ভালো গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর মতো এমন মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই।

আমাদের নবিজি ফেরেশতাদের দেখতে পেতেন। তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। তারাও নবিজির সঙ্গে কথা বলত।

একবার কী হলো জানো? বলছি শোনো।

একদিন দুপুরবেলা। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। আকাশে ঝুলে আছে গনগনে সূর্য। রোদ তো নয়, যেন সূর্য হা করে মুহুর্মুহু আগুন ছাড়ছে পৃথিবীর দিকে। প্রচণ্ড গরমে খাঁখাঁ করছে মক্কার মরুভূমি। নবিজি চলেছেন এমন তপ্তমরুর ওপর দিয়ে। পায়ে হেঁটে।

কিন্তু অবাক করা বিষয় কী জানো? এমন ভরদুপুরে, গনগনে সূর্যের উত্তপ্ত রোদ নবিজির গায়ে লাগছে না। বিশাল এক খণ্ড মেঘ নবিজির মাথার ওপর ছায়া দিয়ে আছে। নবিজি

যেদিকে যান, মেঘও সেদিকে যায়। নবিজিকে ছায়া দেয়। যেন আমাদের প্রিয়নবির গায়ে সামান্য রোদও না লাগে।

সুবহানাল্লাহ!

আরেকদিন। রাতের বেলা। ফেরেশতা জিবরাইল এসে নবিজিকে নিয়ে গেল, আকাশপথে ভ্রমণে। অনেক অনেক অনেক ওপরে। সপ্তম আকাশের ওপরে। পৃথিবীর কেউ সেখানে কখনো যেতে পারেনি। পারবেও না।

নবিজি সেখানে গেলেন। অনেক কিছু দেখলেন। অনেক কিছু শুনলেন। সবকিছু বিস্ময়কর। অবাক করা।

সেই রাতেই আবার নবিজি ফিরে এলেন মক্কায়।

আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬৩ বছর ছিলেন এই পৃথিবীতে। তারপর নবিজির মৃত্যু হয়। নবিজি চলে যান আল্লাহর কাছে।

কিন্তু এই অল্প ক-বছরের মধ্যেই তিনি পৃথিবীর দৃশ্য পালটে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর মানুষ আজীবন মনে রাখবে, আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ৬৩ বছরের জীবন। নবিজির মতো এমন সফল পৃথিবীতে আর কেউ হয়নি, হবেও না।

৬৩ বছরের জীবনে নবিজি মানুষের কাছ থেকে বাহবার চেয়ে কষ্টই পেয়েছেন বেশি। এমনকি নবিজিকে অসভ্য, দুষ্ট লোকেরা তাঁর মাতৃভূমি মক্কা থেকেও বের করে দিয়েছিল।

চলো, এখন আমরা জানব, দুঃখকষ্টে ভরা আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই সফল জীবনের গল্প।

গল্পের শুরু শুরুর গল্প

আমরা শুরু থেকেই শুরু করব। যখন পৃথিবীর প্রথম মানুষ সৃষ্টি হলো, সেই তখন থেকে।

অনেক অনেক বছর আগের কথা। পৃথিবীর কোথাও তখন কোনো মানুষ ছিল না। পৃথিবী, চাঁদ এবং সূর্য-সহ অন্য গ্রহগুলোই শুধু ছিল। আল্লাহ তাআলা অনেক আগেই এগুলো বানিয়ে রেখেছিলেন। পৃথিবীতে মানুষ পাঠাবেন বলে।

একসময় আল্লাহ তাআলা মানুষ বানালেন। মাটি দিয়ে। প্রথম মানুষ। আল্লাহ প্রথম মানুষের নাম রাখলেন আদম।

ইনিই আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহর প্রথম নবি। পৃথিবীর প্রথম দুজন মানুষের একজন।

তাহলে পৃথিবীর প্রথম দুজন মানুষের আরেকজন কে? সেটাই বলছি এখন।

মাটির মানুষ আদম। প্রাণহীন। নড়াচড়া করতে পারেন না। আল্লাহ এবার মাটির মানুষ আদমের শরীরে প্রাণ দিলেন। আদম হয়ে গেলেন প্রাণবান জীবন্ত মানুষ। হাঁটাচলা করেন। কথা বলেন।

কিন্তু আদম এখন একা। একা একা হাঁটেন, ঘুরে বেড়ান। একা একা কি আর ভালো লাগে? তার একজন সঙ্গী চাই। তাই আল্লাহ তাআলা আদমের জন্য একজন সঙ্গিনী বানিয়ে দিলেন। মাটি দিয়ে এবং তার শরীরেও প্রাণ দিয়ে দিলেন। আর তার নাম রাখলেন হাওয়া।

আদম ও হাওয়া। তারা দুই সাথি। একজন আরেকজনের সঙ্গী। দুজনকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে থাকার জায়গা করে দিলেন। জান্নাত থেকে যা ইচ্ছে তা খাওয়ার অনুমতিও দিয়ে দিলেন। তবে একটা বিষয়ে সাবধান করলেন আদম ও হাওয়া দুজনকেই। তাদের বলে দিলেন, 'এই গাছটির কাছে যাবে না। (যদি যাও, তাহলে) তোমরা অপরাধী বলে গণ্য হবে'।

আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়ে গেলে, আল্লাহ নির্দেশ দিলেন ফেরেশতাদের। আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার জন্য। সকল ফেরেশতা সেজদা করল।

তবে ইবলিস এতে বেঁকে বসল। সে ছিল জিন। ফেরেশতা নয়। আল্লাহর এই নির্দেশ সে

মানল না। আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করল না।

নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে জান্নাত থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহর দয়া থেকে ইবলিস চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে গেল।

আল্লাহর নির্দেশমতো তারা জান্নাতে বসবাস করতে লাগলেন। সুখে। শান্তিতে।

আদম ও হাওয়ার এমন সুখশান্তি দেখে ইবলিস রাগে ফুঁসতে লাগল। হিংসায় জ্বলতে লাগল তার গা। মনে মনে সে ফন্দি আঁটতে লাগল। যে-করেই হোক আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করতে হবে।

ভালো মানুষ সেজে সে আদম হাওয়াকে ধোঁকা দিলো। ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের রাজি করিয়ে ফেলল। আল্লাহর নিষেধ করা সেই গাছের ফল খাওয়ার জন্য।

আদম ও হাওয়া ভুলে গেলেন আল্লাহর নিষেধের কথা। তারা খেয়ে ফেললেন নিষিদ্ধ গাছের ফল। ইবলিসের কথামতো।

আল্লাহ তাআলা তখন আদম ও হাওয়াকে বের হয়ে যেতে বললেন জান্নাত থেকে। তাদের নামিয়ে দেওয়া হলো পৃথিবীতে।

আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম এখন পৃথিবীতে।

তারা পৃথিবীতে আসার পর অনেক দিন কেটে গেল। ধীরে ধীরে পৃথিবী ভরে উঠল তাদের ছেলেমেয়ে দিয়ে। একসময় আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহর নির্দেশমতো জীবনযাপন করে তারা আবার চলে গেলেন আল্লাহর কাছে।

এদিকে পৃথিবীতে মানুষ বাড়তেই থাকল। অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। মানুষেরা এক আল্লাহকে ভুলে গেল। তাঁর ইবাদত করা ছেড়ে দিলো।

মানুষকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে, এক আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হতে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে নবি-রাসুল ও পুণ্যবান মানুষদের পাঠাতে লাগলেন। যেন, মানুষেরা সব ভুল পথ ছেড়ে এক আল্লাহর পথে আসে।

ইবলিস পৃথিবীতেই ছিল। তার মৃত্যু হয়নি। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে।

ইবলিস কিন্তু থেমে নেই। মানুষকে সে ধোঁকা দিতে লাগল। খারাপ খারাপ কাজ করতে বলে। মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য বানানোর জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কেন জানো? কারণ, আল্লাহ তাআলা তো তাকে বের করে দিয়েছেন জান্নাত থেকে। আদেশ অমান্য করার কারণে। আদমকে সেজদা করতে বলা হলে সে সেজদা করেনি।

তাই আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। ইবলিসও তাই মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আল্লাহর অবাধ্য বানাতে লাগল।

পৃথিবীকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষাকেন্দ্র বানিয়েছেন। এখানে তিনি মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষায় যারা পাশ করবে, তারাই কেবল জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন। এই জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ পার্থক্য করবে, কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ।

সুতরাং, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করবে, ভালো কাজ করবে, কেয়ামতের দিন সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

যে শয়তানের অনুসরণ করবে, মন্দ কাজ করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। দাউদাউ আগুনের জাহান্নাম।

এইভাবে কেটে গেল অনেক বছর। হাজার হাজার বছর। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, পৃথিবীতে মানুষের কাছে, নবি-রাসুলগণ আসতে থাকলেন। অগণিত নবি-রাসুলদের মধ্যে রয়েছেন :

ইদরিস, নুহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহিম, ইউনুস, লুত, শুয়াইব, মুসা, হারুন ও ইসা আলাইহিমুস সালাম। এ ছাড়া আরও অনেক নবি-রাসুল আছেন। তাদের সকলের ওপর আল্লাহ তাআলা রহমত নাজিল করুন।

ইসা আলাইহিস সালাম এসেছিলেন সবার পরে। জীবনের হায়াত শেষ না হতেই তিনিও চলে যান আল্লাহ কাছে। তার গোত্রের লোকেরা তাকে মেরে ফেলার ফাঁদ পেতেছিল। তাই আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেন।

ইসা আলাইহিস সালাম চলে যাওয়ার পর কেটে গেল অনেক বছর। শত শত বছর। মানুষ আবার ভুলে গেল আল্লাহকে। আল্লাহর ইবাদতকে। পৃথিবীর মানুষগুলো হয়ে গেল অনেক খারাপ। অনেক অনেক খারাপ।

এ কেমন পৃথিবী

আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম পৃথিবীতে আগমনের সময়, কেমন ছিল পৃথিবীর মানুষগুলো? চৌদ্দশ বছর পূর্বে, সে সময়ের পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষেরা যে কত খারাপ ছিল, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। চলো, জেনে আসি তখনকার পৃথিবী কেমন ছিল। কল্পনায় ভর করে আমরা চলে যাব চৌদ্দশ বছর আগের আরবে।

চারপাশটা একটু দেখো, কেমন প্রাণহীন। যতদূর চোখ যায়, কেবল ধু ধু মরুভূমিই চোখে পড়ে। মানুষজন খুব একটা নেই।

ওই তো একটা লোক। হেঁটে যাচ্ছে। মরুর পথ ধরে। লোকটার কাঁধে একটি মেয়ে। ছোট্ট মেয়ে। কী ফুটফুটে চেহারা মেয়েটার তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মেয়েটার মুখটা হাসি হাসি, খুশি খুশি। খুশি তো লাগবেই। বাবার কাঁধে উঠেছে। বাবার কাঁধে উঠলে কার-না ভালো লাগে? কার-না খুশি লাগে?

আচ্ছা, ওরা কোথায় যাচ্ছে?

কী জানি কোথায় যাচ্ছে ওরা! তুমি আমি যেমন জানি না, কাঁধে বসা ওই ছোট্ট মেয়েটিও জানে না, তারা কোথায় যাচ্ছে।

মনে হয় বেড়াতে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, ওই মেয়েটিও তোমার মতো এমনটাই মনে করছে। সে ভাবছে, তার বাবা হয়তো তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। সেখানে অনেক নতুন বন্ধুর সঙ্গে তার পরিচয় হবে। সবাই মিলে অনেক মজা করবে। খেলাধুলা করবে। চলো, আমরাও যাই ওদের পিছু পিছু। দেখি, কাঁধে করে বাবা কোথায় নিয়ে যায় তার মেয়েকে।

মেয়েকে কাঁধে করে বাবা দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে। বাড়ি থেকে তারা অনেক দূরে চলে এলো। দূরের বাড়িঘরগুলো ছোট ছোট দেখাচ্ছে এখান থেকে। এ যেন মরুসমুদ্র। এই সমুদ্রে পানি নেই। আছে শুধু চিকচিক করা বালি।

আরও কিছুদূর গিয়ে বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটিকে নামাল কাঁধ থেকে। বাবার হাতে দেখছি একটি কোদালও আছে। এতক্ষণ লক্ষ করিনি আমরা। কোদাল দিয়ে তিনি এবার গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে পাশে। একমনে

দেখছে, বাবার গর্ত খোঁড়া।

মেয়েটির বাবা গর্ত খুঁড়ছে কেন?

আমিও তো সে কথাই ভাবছি। কেন খুঁড়ছে গর্ত! আচ্ছা, আমরা একটু অপেক্ষা করি। দেখি, গর্ত খুঁড়ে তারা কী করে!

কিছুক্ষণ পর। গর্ত খোঁড়া হয়ে গেল। অনেক বড় গর্ত। লোকটি উঠে এলো গর্ত থেকে। কোদালটা একপাশে রেখে দিলো। মেয়েকে কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেই, ছোট্ট মেয়েটি লাফ দিয়ে বাবার কোলে চলে এলো। মেয়েটি ভেবেছে, বাবা তাকে কাঁধে নিয়ে আবার হাঁটা ধরবে।

কিন্তু বাবা মেয়েকে কাঁধে করে সামনে পা বাড়াল না। মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে গেল না। এতক্ষণ যে গর্তটা সে খুঁড়ছে, চাঁদের মতো সুন্দর, তার নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটিকে সেই গর্তে ফেলে দিলো সে। গর্তটি বেশ গভীর। মেয়েটি উঠে আসতে পারল না সেখান থেকে।

বাবা কোদাল হাতে নিয়ে, দ্রুত মাটি ফেলতে লাগল গর্তে। আপন মেয়েটিকে জীবন্ত কবর দেওয়ার জন্য। মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদছে। মাকে ডাকছে। বাবার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাচ্ছে।

মেয়ের কান্না বাবার কানে আসছে না। সে মুহুর্মুহু মাটি ফেলছে গর্তে, মেয়ের গায়ে। দেখতে দেখতে গর্ত ভরে গেল। একটু আগেও যে হাসিখুশি মেয়েটি বাবার কাঁধে চড়ে যাচ্ছিল। যার ঠোঁটে ঝুলে ছিল বেড়াতে যাওয়ার হাসি-আনন্দ, সে এখন মাটির নিচে। তার বাবা তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিলো।

কিন্তু কেন এমনটা করল তার বাবা?

ভয়ে।

কীসের ভয়ে?

তার একটা মেয়ে আছে। এজন্য লোকেরা তাকে বাঁকাচোখে দেখবে। ঠাট্টা করবে। এসব থেকে বাঁচতে সে এমনটা করেছে।

হায় আল্লাহ! কেমন মানুষ এরা, এমন কাজ কেউ করে?

এমনই করত সে সময়ের মানুষেরা। এতই খারাপ ছিল তারা। কে কী বলবে, সেই ভয়ে নিজের মেয়েকে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলত।

চলো, কল্পনার ডানায় ভর করে, ঘুরে ঘুরে আরেকটু দেখি, চৌদ্দশ বছর পূর্বের আরবকে।

ওই তো একটা লোক। বসে আছে। ঠুকঠুক করে হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে পাথর কাটছে। পাথর কেটে সে মূর্তি বানাবে। পাথরের মূর্তি। বানানো হয়ে গেলে, মূর্তিটিকে সে লোকদের সামনে রাখবে। তারপর সবাইকে বলবে, এই হলো আমাদের প্রভু। সবাই এর পূজা করো।

কী আজব, কী বোকা এরা! তুমিই বলো, পাথর কখনো মানুষের প্রভু হতে পারে?

কখনোই না। পাথর তো মানুষের কোনো উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছ। কিন্তু চৌদ্দশ বছর আগের সেই মানুষগুলো এটা বুঝত না। বোঝার চেষ্টাই করত না। তারা এমন সব কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে বেড়াত।

এই যে দেখো, আরেকটা লোক। এই লোকটা হালুয়া দিয়ে মূর্তি বানায়। বানিয়ে বানিয়ে পাশে রাখে। আর বলে, এটা হলো আমার প্রভু। এই বলে সে হালুয়ার মূর্তির পূজা করা শুরু করে দেয়। একটু পর যেই-না খিদে লাগে, অমনি একটা একটা হালুয়ার মূর্তি কামড়ে কামড়ে খেতে থাকে।

কী হাস্যকর তাই না?

ওই যে একদল লোক। ওদের কেউ পূজা করে আগুনের, কেউ পূজা করে সূর্যের। কারও প্রভু আকাশের তারকা, কারও-বা পানি। কেউ কেউ আবার জিনদের পূজাও করে।

সারা দিন সারা রাত এরা মদ আর জুয়া নিয়েই পড়ে থাকে। জুয়া খেলে টাকাপয়সা হেরে গেলে, টাকার জন্য নিজের ছেলেকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দেয়।

এই মানুষগুলো বিভিন্ন বংশের। সামান্য ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বিরাট বিরাট যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে সেই যুদ্ধ। হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। তবু থামে না তাদের যুদ্ধ। চলতেই থাকে।

এদের মধ্যে এখনো একটা যুদ্ধ লেগে আছে। এই যুদ্ধের নাম, বাসুস যুদ্ধ। এই যুদ্ধ বকর এবং তাগলিব গোত্রের মাঝে। জানো এই যুদ্ধের কারণ কী? কেন বেধেছে এই যুদ্ধ? বলছি শোনো,

বকর এবং তাগলিব। দুটি বংশ। এক বংশের একটা লোকের নাম বাসুস। তার একটা উট মেরে ফেলেছিল, অপর বংশের একজন। কেন মারল উট? এত বড় সাহস, দেখাচ্ছি মজা!

শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। বছরের পর বছর চলতেই থাকল এই যুদ্ধ। চলতে চলতে, চলতে চলতে ৪০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হলো। হাজার হাজার মানুষ মারা গেল। সামান্য একটি উটের

কারণে।

কী, ক্লান্ত হয়ে গেলে নাকি, কল্পনায় ঘুরতে ঘুরতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মরুর দেশ তো, গরম একটু বেশি। আচ্ছা, একটু জিরিয়ে নিই। তারপর আবার ঘোরা যাবে।

কিছুক্ষণ পর।

দেখো তো ওটা কী? মক্কা থেকে অনেক দূরে। উঁচু উঁচু বাড়িঘর। মনে হয় কোনো শহর। নাম কী শহরটার?

ওটা হলো রোম দেশ। অনেক বড় শহর। ওখানের সবাই অনেক ধনী। তারা নিজেদের সভ্য, ভদ্র বলে দাবি করে। দেখে আসা যাক তারা কেমন সভ্য-ভদ্র।

এদিকটা দেখো। রোমের একটি মাঠ। বিশাল মাঠ। মাঠের চারপাশে লোহার প্রাচীর দেওয়া। অনেক লোক জড়ো হয়েছে, মাঠের চারপাশে।

হ্যাঁ, কিন্তু এখানে এত লোক কেন? কী করছে এরা?

একটু অপেক্ষা করো। তাহলেই দেখতে পাব, তারা এখানে কী করছে।

একটা মানুষকে ছেড়ে দেওয়া হলো। মাঠের ভেতর। মানুষটা ভয়ে জড়সড়ো হয়ে আছে। হাত-পা কাঁপছে তার। মাঠের অপর পাশে আছে একটা সিংহ। সিংহটা এগিয়ে আসছে লোকটার দিকে। লোকটাকে খাওয়ার জন্য।

মাঠের চারপাশের মানুষগুলো খুশিতে হইহই করছে। হাততালি দিচ্ছে। আনন্দধ্বনি করছে।

মাংসের গন্ধ পেয়ে সিংহটা হুংকার ছাড়তে ছাড়তে ছুটে এলো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটার ওপর। সিংহের থাবা আর ধারালো দাঁত দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে লাগল মানুষটিকে। গড়িয়ে যেতে লাগল লাল রক্তের ধারা। এই দেখে চারপাশের মানুষেরা আরও বেশি আনন্দে ফেটে পড়ল।

দেখলে তো, রোমের মানুষরা কেমন সভ্য। একজন অসহায় মানুষকে সিংহ দিয়ে খাইয়ে তারা আনন্দ উপভোগ করছে। আবার এরাই দাবি করে, তারা নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য মানুষ।

এমনই ছিল সে সময়ের পৃথিবী। পৃথিবীর মানুষ। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসার আগে এমনই ভয়ানক ছিল এই পৃথিবীর পরিবেশ।

রবার্ট ব্রিফল্ট। একজন ইংরেজ লেখক। ইউরোপের তখনকার চিত্র বর্ণনা করে তিনি বলেন,

পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দী। এই সময়টাতে ইউরোপকে ঢেকে নিয়েছিল ঘোর অন্ধকার রাত। এই রাতের সময়কাল দিনদিন কেবল দীর্ঘ হতেই থাকে। ইউরোপে এই সময়ের বর্বরতা আর মূর্খতা অতীতের সকল ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইউরোপের এই মূর্খতা ইতালি এবং ফ্রান্সেও ছড়িয়ে পড়ছিল।

অনুশীলন

০১. শব্দার্থ :

০১. **গনগনে**—উত্তপ্ত, লেলিহান।

০২. **মুহুর্মুহু**—বারবার, ঘনঘন।

০৩. **তপ্তমরু**—গরম মরুভূমি।

০৪. **প্রাণবান**—প্রাণ আছে এমন।

০৫. **বিশৃঙ্খলা**—এলোমেলো অবস্থা, নিয়মহীনতা।

০৬. **আসমানি**—আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এমন।

০৭. **আদি পিতা**—প্রথম বাবা, আদম আ.।

০৮. **কাণ্ডজ্ঞানহীন**—বিবেকবুদ্ধিহীন!

০২. এক কথায় উত্তর দাও!

০১. এই বইয়ের গল্প কত বছর আগের?

০২. আল্লাহ তাআলা মানুষ বানালেন কী দিয়ে?

০৩. আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষের কী নাম রাখলেন?

০৪. আমাদের আদি পিতার নাম কী?

০৫. পৃথিবীর প্রথম দুজন মানুষ কে কে?

০৬. ইবলিস কতদিন বাঁচবে!

০৭. আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন কেন?

০৮. আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে কী আদেশ করেছিলেন?

০৯. কী করলে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে?

১০. শয়তানের অনুসরণ করলে ঠিকানা কোথায় হবে?

০৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও!

০১. মেয়েটির বাবা মেয়েটিকে জীবন্ত কবর দিলো কেন?
০২. বাসুস যুদ্ধ কেন এবং কত বছর হয়েছিল?

০৪. শূন্যস্থান পূরণ করো!

০১. নবিজি কিন্তু আমাদের মতোই............................... জীবনযাপন করতেন!
০২. একসময় আল্লাহ তাআলা...............................প্রথম মানুষ।
০৩. আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষের ....!
০৪. আল্লাহ নির্দেশ দিলেন .... করার জন্য!
০৫. নির্দেশ অমান্য করার কারণে .... হয়ে গেল!
০৬. মনে মনে সে ....। যে করেই হোক.................................।
০৭. এতক্ষণ যে গর্ত খুঁড়েছে,...............................ফেলে দিলো!
০৮. মেয়েটি চিৎকার করে ....। বাবার কাছে ....!

০৫. বাক্য গঠন করো!

০১. নবিজি সা.।
০২. জিন।
০৩. মুহুর্মুহু!
০৪. ইবলিস!
০৫. কোদাল!
০৬. ফেরেশতা।
০৭. গনগনে।
০৮. আদি পিতা!
০৯. মরুসমুদ্র!
১০. বাসুস।

০৬. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লেখো!

০১. নবিজি আমাদের মতোই একজন মানুষ।
০২. আমাদের নবিজি ফেরেশতাদের দেখতে পেতেন না!
০৩. আল্লাহ তাআলা মানুষ বানালেন পাথর দিয়ে!
০৪. আমাদের আদি পিতা আদম আ.!

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিস্ময়কর এক শিশু

হাতি ও আবাবিল পাখির কাণ্ড

অবাকশিশু

শিশুর জন্মের রাত

আহ্লান সাহ্লান

এ কী অবাক কাণ্ড